

জাতীয়

রেলসেবা থেকে বঞ্চিত ১৬ জেলা, সম্প্রসারণে উদ্যোগ সরকারের

প্রতিবেদক: প্রোব ডেস্ক

প্রকাশের তারিখ: রোববার, ৩০ আগস্ট ২০২৬, ০৫:২৩ PM



ছবি: সংগৃহীত

দেশের সব জেলাকে জাতীয় রেল নেটওয়ার্কের আওতায় আনতে দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা বাস্তবায়ন নিয়ে কাজ করছে সরকার। এ লক্ষ্যে নতুন রেলপথ নির্মাণ, বিদ্যমান লাইনের সম্প্রসারণ এবং প্রয়োজনীয় অবকাঠামো উন্নয়নের কাজ চলমান রয়েছে।

সংশ্লিষ্টরা বলছেন, চলমান ও প্রস্তাবিত প্রকল্পগুলো বাস্তবায়িত হলে পর্যায়ক্রমে দেশের ৬৪ জেলা রেল যোগাযোগের আওতায় আসবে।

রেলওয়ে সূত্র জানায়, বর্তমানে দেশের ৪৮টি জেলা জাতীয় রেল নেটওয়ার্কের সঙ্গে যুক্ত। এখনো ১৬টি জেলায় রেলপথ পৌঁছেনি। প্রথম ধাপে রেলসেবা বঞ্চিত ১০টি জেলাকে নেটওয়ার্কে যুক্ত করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

পরে পর্যায়ক্রমে বাকি ছয়টি জেলায়ও রেল সংযোগ সম্প্রসারণ করা হবে। ঢাকা মেইল এসংক্রান্ত এক প্রতিবেদন প্রকাশ করে।

সূত্র আরো জানায়, প্রথম ধাপে শেরপুর, মেহেরপুর, মাগুরা, সাতক্ষীরা, বরিশাল, বরগুনা, পটুয়াখালী, ঝালকাঠি, পিরোজপুর ও লক্ষ্মীপুরকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে। এসব জেলার সম্ভাব্যতা যাচাই ও প্রাথমিক সমীক্ষার কাজ চলছে।

অন্যদিকে রাঙামাটি, বান্দরবান, খাগড়াছড়ি, ভোলা, নেত্রকোনা ও মানিকগঞ্জকে পরবর্তী ধাপে যুক্ত করার পরিকল্পনা রয়েছে।

সাতক্ষীরায় রেলপথ সম্প্রসারণের ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি অগ্রগতি হয়েছে। যশোরের নাভারন থেকে সাতক্ষীরা পর্যন্ত রেললাইন নির্মাণের সম্ভাব্যতা যাচাই শেষ হয়েছে এবং এসংক্রান্ত প্রকল্প অনুমোদনের অপেক্ষায় রয়েছে। একইভাবে মধুখালী-মাগুরা রেলপথের সম্প্রসারণ, নোয়াখালীর চৌমুহনী থেকে লক্ষ্মীপুর পর্যন্ত নতুন রেললাইন এবং শেরপুর হয়ে নাকুগাঁও জ্বলবন্দর পর্যন্ত রেল সংযোগ স্থাপনের পরিকল্পনা নিয়েও কাজ চলছে।

বরিশাল বিভাগেও রেল যোগাযোগ সম্প্রসারণে প্রাথমিক কার্যক্রম শুরু হয়েছে।

ভাঙ্গা থেকে বরিশাল, পটুয়াখালী, পায়রা বন্দর হয়ে কুয়াকাটা পর্যন্ত প্রায় ২০৫ কিলোমিটার দীর্ঘ রেলপথ নির্মাণের সম্ভাব্যতা যাচাই ও নকশা প্রণয়ন করা হয়েছে। এ প্রকল্প বাস্তবায়নে সম্ভাব্য ব্যয় ধরা হয়েছে প্রায় ৪৪ হাজার কোটি টাকা।

তবে রেলওয়ের কর্মকর্তারা বলছেন, নতুন জেলাগুলোতে ট্রেন চলতে এখনই সময়সীমা নির্ধারণ করা সম্ভব নয়। সম্ভাব্যতা যাচাই, প্রকল্প প্রণয়ন, অর্থায়ন, ভূমি অধিগ্রহণসহ বিভিন্ন ধাপ সম্পন্ন করতে কয়েক বছর সময় লাগবে।

বাংলাদেশ রেলওয়ের অতিরিক্ত মহাপরিচালক (অবকাঠামো) আল ফাত্তাহ মো. মাসউদুর রহমান বলেন, রেলবঞ্চিত জেলাগুলোকে নেটওয়ার্কে আনতে পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ চলছে। বর্তমানে বেশির ভাগ প্রকল্পই সম্ভাব্যতা যাচাই পর্যায়ে রয়েছে। এসব সমীক্ষা শেষ হওয়ার পর ধাপে ধাপে প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা হবে।

রেলওয়ের তথ্য অনুযায়ী, বর্তমানে প্রতিদিন চার শতাধিক যাত্রী ও মালবাহী ট্রেন চলাচল করছে। বছরে প্রায় ১০ কোটি যাত্রী রেলে ভ্রমণ করেন এবং পরিবহন করা হয় প্রায় এক কোটি টন পণ্য। নতুন জেলাগুলো রেল নেটওয়ার্কে যুক্ত হলে যাত্রী ও পণ্য পরিবহন সক্ষমতা আরো বাড়বে বলে আশা করছে রেলওয়ে।

রেলপথ মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তারা জানান, ২০১৬-২০৪৫ মেয়াদের রেলওয়ের মহাপরিকল্পনা বর্তমানে পর্যালোচনা করা হচ্ছে। নতুন পরিকল্পনায় এর সময়সীমা আরো বাড়তে পারে। একই সঙ্গে নতুন রেললাইন নির্মাণের পাশাপাশি প্রয়োজনীয় লোকোমোটিভ, কোচ ও অন্যান্য অবকাঠামো প্রস্তুতের সমন্বিত পরিকল্পনাও নেওয়া হয়েছে, যাতে নতুন রেলপথ চালুর সঙ্গে সঙ্গেই যাত্রীসেবা নিশ্চিত করা যায়।

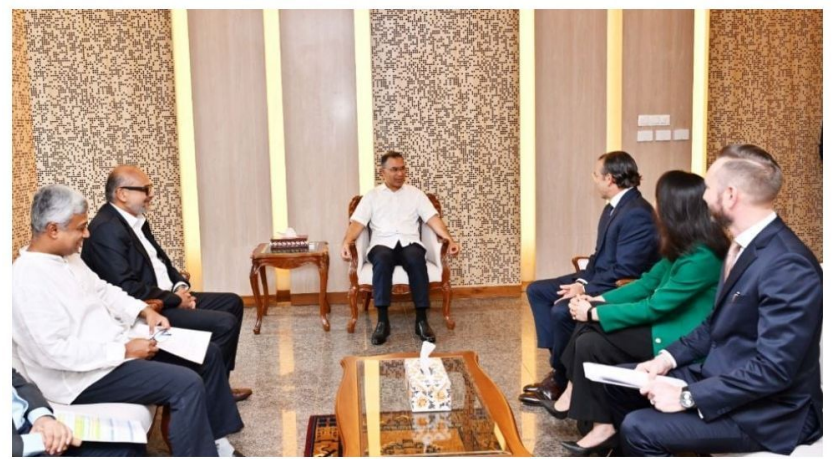
এ বিষয়ে রেলপথ প্রতিমন্ত্রী হাবিবুর রশিদ হাবিব বলেন, দেশের যোগাযোগব্যবস্থার আমূল পরিবর্তনের লক্ষ্যে কাজ করছে বর্তমান সরকার। এরই ধারাবাহিকতায় রেলসেবাকে দেশের প্রতিটি প্রান্তে পৌঁছে দিতে পর্যায়ক্রমে ৬৪টি জেলাকেই রেল নেটওয়ার্কের আওতায় আনার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে।



কর্ণফুলীতে মাইকোবাস-কার্ভার্ডভ্যান সংঘর্ষে নিহত ৪
চট্টগ্রামের কর্ণফুলীতে মাইকোবাস ও কার্ভার্ডভ্যানের মুখোমুখি সংঘর্ষে চারজন নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় আহত হয়েছেন অন্তত ১১ জন। আহত ব্যক্তিদের মধ্যে...



ফেনীতে প্রধানমন্ত্রীর সফর স্থগিত
প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের আগামী ১৭ সেপ্টেম্বর ফেনী সফর স্থগিত করা হয়েছে। অক্টোবরের প্রথম সপ্তাহে প্রধানমন্ত্রী ফেনী সফর করবেন বলে জানিয়েছে...



নতুন গ্যাসক্ষেত্র অনুসন্ধানে শেভরনকে বিনিয়োগের আহ্বান প্রধানমন্ত্রীর
দেশের জ্বালানি নিরাপত্তা জোরদার ও ক্রমবর্ধমান চাহিদা মেটাতে যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক আন্তর্জাতিক জ্বালানি কোম্পানি শেভরনকে আরও বেশি বিনিয়োগের আহ...



পাকিস্তানের সঙ্গে ব্যবসা-বাণিজ্য ও শিক্ষা সহযোগিতা বাড়ানোর আহ্বান রাষ্ট্রপতির
পাকিস্তানের সঙ্গে ব্যবসা-বাণিজ্য ও বিনিয়োগ, বিমান যোগাযোগ, দক্ষ ও প্রশিক্ষণসহ পারস্পরিক স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিভিন্ন ক্ষেত্রে সহযোগিতা আরও জোর...

